তারিখ ... 11 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ .....

যুগান্তর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিতে শিক্ষার্থীকে চাপ!

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তুচ্ছ কারণে পিটিয়ে পা ভেঙে দেয়ার ঘটনায় ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে প্রশাসনকে দেয়া লিখিত অভিযোগ তুলে নিতে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে প্রক্টরের চাপ দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার ফোন করে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে প্রক্টর দফতরে এনে চাপ দেয়া হয়। তবে চাপ দেয়ার কথা অস্বীকার করেছেন প্রক্টর ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মুজিবুল হক আজাদ খান।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিযোগকারী বাসুদেব রায় মনোবিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করেছেন। তবে এখনও ফল প্রকাশ হয়নি। তিনি রাবি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট এবং গণশিল্পী সংস্থার সাবেক সভাপতি ছিলেন। আর অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম হোসেন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের সহসম্পাদক। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া রাবি ছাত্রলীগও তাকে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কাছে বহিষ্কারের সুপারিশ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১৫ সালের ৯ জুন গণশিল্পী সংস্থার কার্যালয়ে গানের মহড়া চলাকালে বাসুদেব রায়কে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম হোসেন সজীব ও তার সহযোগীরা। এতে বাসুদেবের পা ভেঙে যায়। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও জড়িতদের শাস্তির দাবিতে ৯ থেকে ১৮ জুন ক্যাম্পাসে আন্দোলন করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। টানা ৯ দিন আন্দোলনের মুখে ছাত্রলীগ নেতা সজীবকে বিশেষ ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেন ভিসি। বর্তমানে বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

এদিকে সাংস্কৃতিক কর্মী বাসুদেবের ওপর হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতার পক্ষ নিয়ে অভিযোগ তুলে নেয়ার জন্য প্রক্টরের চাপ দেয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোটের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার শুরু থেকে সবকিছু বর্ণনা করে প্রক্টরের এহেন কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ জানিয়ে বলা হয়, 'ভিসি মহোদয় যেখানে ওই হামলাকারীকে সাময়িক বহিষ্কার করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে প্রক্টর কিভাবে ভুক্তভোগীকে বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে এনে এভাবে চাপ প্রয়োগ করেন। প্রক্টরের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাচ্ছি আমরা।' এসময় দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে হামলাকারীকে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিতে শিক্ষার্থীকে চাপ!

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানানো হয়। জানতে চাইলে বাসুদেব রায় যুগান্তরকে বলেন, 'প্রক্টরের সঙ্গে যে কথা হয়েছে, তা আমার সংগঠনকে জানিয়েছি। তারা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে। আমি কিছু বলতে পারছি না।' জানতে চাইলে প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক মুজিবুল হক আজাদ খান বলেন, 'ওই শিক্ষার্থী দফতরে এসে কথা বলেছেন আমার সঙ্গে। কিন্তু অভিযোগ তুলে নেয়ার ব্যাপারে কোনো চাপ দেয়া হয়নি। বরং সে উল্টাপাল্টা কথা বলেছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, 'বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'